آيَاتُ الْعَيْنِ وَالْحَسَدِ وَالشِّفَاءِ

বদনজর, হিংসা ও শিফার আয়াতসমূহ

সংকলন ও অনুবাদ: Raqi Hijbullah

মোট ১৮টি অংশ · আরবি আয়াত ও সহজ বাংলা অর্থ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

১ সূরা আল-বাকারা : ১–৫

الم ﴿١﴾ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾

অর্থ

আলিফ-লাম-মীম। এটা সেই কিতাব, যাতে কোনো সন্দেহ নেই; মুত্তাকিদের জন্য পথনির্দেশ — যারা না দেখা বিষয়ের (গায়েবের) প্রতি ঈমান আনে, নামাজ কায়েম করে, আর আমি তাদের যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে খরচ করে। আর যারা ঈমান আনে তোমার উপর যা নাজিল হয়েছে এবং তোমার আগে যা নাজিল হয়েছে তার প্রতি, আর আখিরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। তারাই তাদের রবের পক্ষ থেকে হিদায়াতের উপর আছে, আর তারাই সফলকাম।

২ সূরা আল-বাকারা : ২০

يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ۖ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ ۚ قَامُوا ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

অর্থ

বিদ্যুতের ঝলক যেন তাদের দৃষ্টি কেড়ে নেবে। যখনই তা তাদের জন্য আলো দেয়, তারা তাতে চলতে থাকে; আর যখন তাদের উপর অন্ধকার নেমে আসে, তারা থমকে দাঁড়ায়। আল্লাহ চাইলে তাদের শোনার শক্তি ও দেখার শক্তি কেড়ে নিতে পারতেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

৩ সূরা আল-বাকারা : ৬০

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ ۖ الْحَجَرَ ۖ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾

অর্থ

স্মরণ করো, যখন মূসা তাঁর জাতির জন্য পানি চাইলেন, তখন আমি বললাম: “তোমার লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত করো।” ফলে তা থেকে বারোটি ঝরনা বের হলো। প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পানির জায়গা চিনে নিল। (বলা হলো:) “আল্লাহর দেওয়া রিজিক থেকে খাও ও পান করো, আর পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়িয়ো না।”

৪ **সূরা আল-বাকারা : ৬৯**

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ﴿٦٩﴾

অর্থ

তারা বলল: “তোমার রবের কাছে আমাদের জন্য দোয়া করো, তিনি যেন জানিয়ে দেন গাভীটির রং কেমন হবে।” মূসা বললেন: “তিনি বলছেন, সেটা হবে উজ্জ্বল গাঢ় হলুদ রঙের গাভী, যা দেখলে দর্শকদের মন ভরে যায়।”

৫ **সূরা আল-বাকারা : ১০৯**

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۖ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٩﴾

অর্থ

আহলে কিতাবদের অনেকেই চায়, তোমরা ঈমান আনার পরও তোমাদের আবার কাফির বানিয়ে ফেলতে — তাদের কাছে সত্য স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও, শুধু নিজেদের মনের হিংসার কারণে। তবুও তোমরা ক্ষমা করো ও উপেক্ষা করো, যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর নির্দেশ পাঠান। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

৬ সূরা আল-বাকারা : ২৫৫ (আয়াতুল কুরসি)

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي
السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا
بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ
كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

﴿٢٥٥﴾

অর্থ

আল্লাহ — তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই; তিনি চিরঞ্জীব, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করে না, ঘুমও না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর। কে আছে, যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? মানুষের সামনে ও পেছনে যা কিছু আছে, সবই তিনি জানেন। তিনি যতটুকু চান তার বাইরে তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। তাঁর কুরসি আকাশ ও পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত, আর এ দুটোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে একটুও ক্লান্ত করে না। তিনিই সর্বোচ্চ, মহান।

৭ সূরা আল-বাকারা : ২৮৫–২৮৬

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ
وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ
رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا
كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا
وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا
طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

অর্থ

রাসূল ঈমান এনেছেন তাঁর রবের পক্ষ থেকে তাঁর উপর যা নাজিল হয়েছে তার প্রতি, আর মুমিনরাও। তারা সবাই ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবগুলোর প্রতি এবং তাঁর রাসূলদের প্রতি। (তারা বলে:) “আমরা তাঁর রাসূলদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না।” আর তারা বলে: “আমরা শুনলাম ও মানলাম। হে আমাদের রব! আমরা আপনার ক্ষমা চাই, আর আপনার কাছেই ফিরে যেতে হবে।” আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না। সে যে ভালো কাজ করে তার ফল সে-ই পাবে, আর যে খারাপ কাজ করে তার দায়ও তার উপরই। (দোয়া:) “হে আমাদের রব! আমরা যদি ভুলে যাই বা ভুল করি, তবে আমাদের পাকড়াও করবেন না। হে আমাদের রব! আমাদের আগের লোকদের উপর যেমন ভারী বোঝা চাপিয়েছিলেন, আমাদের উপর তেমন বোঝা চাপাবেন না। হে আমাদের রব! যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই, তা আমাদের উপর চাপাবেন না। আমাদের মাফ করুন, আমাদের ক্ষমা করুন এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন। আপনিই আমাদের অভিভাবক, তাই কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করুন।”

৮ **সূরা আন-নিসা : ৩২**

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ صلے
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

অর্থ

আল্লাহ তোমাদের কাউকে কারো উপর যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, তার লোভ করো না। পুরুষরা যা উপার্জন করে তাতে তাদের অংশ আছে, আর নারীরা যা উপার্জন করে তাতে তাদের অংশ আছে। আর আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ চাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু জানেন।

৯ **সূরা আন-নিসা : ৫৪**

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۖ صلے فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا ﴿٥٤﴾

অর্থ

নাকি তারা মানুষকে হিংসা করে এই কারণে যে, আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের কিছু দিয়েছেন? আমি তো ইবরাহিমের বংশধরদের কিতাব ও হিকমত দিয়েছিলাম, আর তাদের দিয়েছিলাম বিশাল রাজত্ব।

১০ **সূরা আল-আন'আম : ১০৩**

لَّا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ۖ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٠٣﴾

অর্থ

কোনো দৃষ্টি তাঁকে ধরতে পারে না, কিন্তু তিনি সব দৃষ্টিকে ধরতে পারেন। তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সব খবর রাখেন।

১১ **সূরা আত-তাওবা : ৫৫**

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿٥٥﴾

অর্থ

তাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি যেন তোমাকে মুগ্ধ না করে। আল্লাহ তো চান এগুলো দিয়েই দুনিয়ার জীবনে তাদের শাস্তি দিতে, আর কাফির অবস্থাতেই যেন তাদের প্রাণ বের হয়।

১২ **সূরা ইউসুফ : ৬৭**

وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ۖ وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ ۖ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٦٧﴾

অর্থ

(ইয়াকুব) বললেন: “হে আমার ছেলেরা! তোমরা সবাই একই দরজা দিয়ে ঢুকো না, বরং আলাদা আলাদা দরজা দিয়ে ঢুকো। তবে আল্লাহর ফয়সালার বিপরীতে আমি তোমাদের কোনো উপকার করতে পারব না। হুকুম তো শুধু আল্লাহরই। আমি তাঁর উপরই ভরসা করি, আর ভরসাকারীদের উচিত তাঁর উপরই ভরসা করা।”

১৩ **সূরা হুদ : ৩৭**

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴿٣٧﴾

অর্থ

(হে নূহ!) আমার চোখের সামনে এবং আমার ওহি অনুযায়ী নৌকা তৈরি করো। আর জালিমদের ব্যাপারে আমার কাছে কোনো আবেদন করো না; তারা তো ডুবে মরবেই।

১৪ **সূরা আল-হিজর : ১৬–১৮**

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴿١٦﴾ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ﴿١٧﴾ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ ﴿١٨﴾

অর্থ

আমি আকাশে অনেক নক্ষত্রপুঞ্জ বানিয়েছি এবং দর্শকদের জন্য তা সুন্দর করে সাজিয়েছি। আর প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান থেকে তা সুরক্ষিত রেখেছি। তবে কেউ চুরি করে (ফেরেশতাদের কথা) শুনতে চাইলে, একটি উজ্জ্বল জ্বলন্ত উল্কা তার পিছু ধাওয়া করে।

১৫ **সূরা ত্বা-হা : ১৩১**

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿١٣١﴾

অর্থ

দুনিয়ার জীবনের চাকচিক্য হিসেবে আমি তাদের বিভিন্ন দলকে যা ভোগ করতে দিয়েছি, তার দিকে তুমি চোখ তুলে তাকিয়ো না; এসব দিয়ে আমি তাদের পরীক্ষা করি। তোমার রবের দেওয়া রিজিকই উত্তম ও বেশি স্থায়ী।

১৬ **সূরা আল-কাসাস : ৭৯**

فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۖ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٧٩﴾

অর্থ

তারপর কারুন জাঁকজমকের সাথে তার জাতির সামনে বের হলো। যারা দুনিয়ার জীবন চাইত, তারা বলল: “হায়! কারুনকে যা দেওয়া হয়েছে, আমাদেরও যদি তেমন থাকত! সত্যিই সে খুব ভাগ্যবান।”

১৭ **সূরা আল-কাহফ : ৩৯**

وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٣٩﴾

অর্থ

তুমি যখন তোমার বাগানে ঢুকলে, তখন কেন বললে না: “মা-শা-আল্লাহ (আল্লাহ যা চেয়েছেন তা-ই হয়েছে), আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো শক্তি নেই”? যদিও তুমি দেখছ, ধনসম্পদ ও সন্তানে আমি তোমার চেয়ে কম।

১৮ **সূরা আস-সাফফাত : ৮৮–৮৯**

فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ﴿٨٨﴾ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿٨٩﴾

অর্থ

তারপর তিনি (ইবরাহিম) একবার তারকাগুলোর দিকে তাকালেন, এবং বললেন: “আমি অসুস্থ।”

বাংলা অর্থ সহজ ভাষায় ভাবানুবাদ। আরবি লেখা ছাপানো বা সংরক্ষণের আগে একটি মুসহাফের সাথে মিলিয়ে নেওয়ার অনুরোধ রইল।